দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... JUN 19 2006 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

শিক্ষক আন্দোলনে অচলাবস্থার দিকে এগুচ্ছে সরকারী বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা

মাশতাক আহমেদ ॥ শিক্ষক আন্দোলনে অচলাবস্থার দিকে এগুচ্ছে দেশের প্রাথমিক থেকে শুরু করে কলেজ পর্যন্ত সরকারী-বেসরকারী পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা। সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের নানামুখী আন্দোলনের মুখে এ স্তরের শিক্ষায় এখন অস্থিরতা শুরু হয়েছে। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘটের পাশাপাশি স্কুলে তালা ঝুলিয়ে মিউনিটি প্রাথমিক শিক্ষকদের আমরণ অনশনে ইতোমধ্যে চল হয়ে পড়েছে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ডাকা ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিন রবিবারও দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে তালা ঝুলেছে। নুষ্ঠিত হয়নি কোন ক্লাস। সারাদেশ থেকেই নজিরবিহীন তঃস্ফূর্ত ধর্মঘট পালনের খবর পাওয়া গেছে। তবে রকার সমর্থক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি বোদ সম্মেলন করে ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছে। তারা লছে, যে দাবিতে ধর্মঘট হচ্ছে একই দাবি তাদেরও। রাও এই দাবিতে আগামী ২৪ জুন শহীদ মিনারে সমাবেশ রে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় ঘেরাও করে দাবি পূরণ না হওয়া র্যন্ত সেখানে অবস্থান কর্মসূচী পালন করবে।

দিকে একটি সূত্র বলেছে, আন্দোলন দমাতে সরকারী থমিক শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর চিন্তা-ভাবনা করছে কার। ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো প্রধানমন্ত্রীর তরে পাঠানো হয়েছে। তবে এটি আদৌ বাস্তবায়ন করা ব কিনা তা নিয়ে শিক্ষকরা রয়েছেন সংশয়ে। ন্দোলনকারী শিক্ষকদের দু'টি গ্রুপ রবিবার শ্রম প্রতিমন্ত্রী মানউল্লাহ আমানের সঙ্গে দেখা করেছে। প্রতিমন্ত্রী ক্ষকদের জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে দের জানাবেন। শিক্ষকরা বলছেন, দাবি পূরণ না হওয়া র্যন্ত তাদের আন্দোলন থামছে না।

থমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী আকা জলুল হক জনকণ্ঠকে জানান, যতদিন পর্যন্ত দাবি পূরণ না ব ততদিন পর্যন্ত ধর্মঘট চলবে।।

কারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি রবিবার ঢাকা পোর্টার্স ইউনিটিতে এক সংবাদ সম্মেলন করে জানিয়েছে, রাও বেতন বৈষম্য দূরীকরণের দাবিতে আগামী ২৪ জুন হীদ মিনারে সমাবেশ করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে বি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান নেবে। সংবাদ সম্মেলনে ঘটকারীদের অবৈধ হিসেবে অ্যাখ্যায়িত করে দাবি করা ।, বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হচ্ছে না। কিন্তু দেরই শিখিয়ে দেয়া মৌলভীবাজারের এক শিক্ষককে য়ে বলানোর চেষ্টা করা হয় তাদের এখানে কোন ধর্মঘট চ্ছে না। কিন্তু ওই শিক্ষক সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে য়ে বলেন, ধর্মঘটে মৌলভীবাজারের একটি স্কুলও খোলা ই। বেশ কয়েকবার এ কথা বলার পর শিক্ষক নেতাদের কের পর তিনি বলেন, সরি কোন স্কুল বন্ধ নেই। সংবাদ ম্মেলনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ সাংবাদিকদের নানা জেরার মুখে ড়ন। তাঁরা যে কতটা সরকারী ঘরানার তা প্রমাণ মেলে সার উদ্দিন নামে এক শিক্ষক নেতার ধর্মঘট হচ্ছে না। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন সমিতির সভাপতি মুহাম্মদ আঃ আউয়াল তালুকদার। এ ব্যাপারে ধর্মঘট আহ্বানকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কাজী আকা ফজলুল হক জনকণ্ঠকে বলেন, দাবি আদায়ের আন্দোলনকে নস্যাৎ করতেই আঃ আউয়ালরা এসব করছেন। তাঁদের বক্তব্য উদ্দেশ্যমূলক। সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের পাশাপাশি কমিউনিটি ও প্রাথমিক শিক্ষকরাও তাঁদের জাতীয় বেতন অন্তর্ভুক্ত করণের দাবিতে রাজধানীতে অনশন শুরু করেছে। দুই গ্রুপই অনশন শুরু করেছে। একটি গ্রুপ অবস্থান নিয়েছে মুক্তাঙ্গনে, আরেকটি শহীদ মিনারে। দু'টি সংগঠনই রবিবার অনশনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে। শহীদ মিনারে অনশনকারী শিক্ষক কাফনের কাপড় পরে মিছিল সহকারে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিতে গেলে দোয়েল চত্বরে পুলিশ বাধা দেয়। পরে একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী অফিসে গিয়ে স্মারক লিপি দিয়ে আসে।

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের তিনটি সংগঠনও বিভিন্ন আন্দোলন কর্মসূচীর ঘোষণা দিয়েছে। তারা আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত সরকারকে আল্টিমেটাম দিয়ে বলেছে, এ সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ১ জুলাই থেকে কঠিন আন্দোলন। বেতনের সরকারী অংশ দশ ভাগ বৃদ্ধি করে এক শ' ভাগে উন্নীত করাসহ বিভিন্ন দাবি পূরণ না হওয়ায় বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার কয়েক লাখ শিক্ষক কঠিন আন্দোলন নিয়ে মাঠে নামছেন। বাংলাদেশ শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ দাবি পূরণ না হওয়ায় রবিবার মুক্তাঙ্গনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, দাবি পূরণ না হলে আগামী ৮ জুলাই থেকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেয়া হবে।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট আগামী ২১ জুন থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। ১৮ জুলাই তারা সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাগাতার ধর্মঘট পালন করবে। ২৭ জুলাই ঢাকায় হবে মহা বিক্ষোভ-সমাবেশ।

সরকার সমর্থক শিক্ষকদের বড় সংগঠন শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট বিভাগীয় শহরে সমাবেশ করে যাচ্ছে। ওয়াদা ভঙ্গের অভিযোগ এবং শিক্ষা ধ্বংস করার অভিযোগে তারা শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুকের অপসারণ দাবি করেছে। ৩০ জুনের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ২ জুলাই থেকে তারাও কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচী দেবে।

সেলিম ভূইয়ার নেতৃত্বাধীন সরকার সমর্থকদের আরেকটি অংশও আগামী ২১ জুন এক শ' ভাগ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সরকারকে স্মারকলিপি দেবে। ২৫ জুন তারা মহাসমাবেশ করবে।

বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিসহ (বোশার- রনি) অন্য শিক্ষক সংগঠনগুলোও বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে মাঠে নামছে।